প্রথম আলো

29 September, 2012 Page: Front

অদম্য মেধাবীরা আসছে

বিশেষ প্রতিনিধি ●

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা আসছে। দুঃখে দীর্ণ, কষ্টে ক্লিষ্ট। কিন্তু জীবনকে অর্থময় করে তোলার স্বপ্নে দৃঢ়প্রত্যয়ী। সুযোগ-সুবিধার মুখাপেক্ষী না থেকে গভীর আত্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রমে সাফল্যকে করায়ত্ত করেছে তারা। তাদের সেই অদম্য প্রত্যয়ের প্রতি সম্মান জানাতেই আজ *প্রথম আলোর* কার্যালয়, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউর সিএ ভবন মিলনায়তনে (দশম তলা) দেওয়া হবে সংবর্ধনা। দেওয়া হবে এই কঠিন জীবনসংগ্রামে তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি।

ব্র্যাক ব্যাংক প্রথম আলো ট্রাস্ট

অদম্য মেধাবী

আজ শনিবার ব্র্যাক ব্যাংক-প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ৯০ জন অদম্য মেধাবীকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে চলতি বছর এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া ৫৫ জন এবং এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া ৩৫ জন। ২০১০ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া যে ৫০ জন অদম্য মেধাবীকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে এই ৩৫ জন এবার এইচএসসিতেও জিপিএ-৫ পেয়ে তাঁদের কৃতিত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছেন। এই ৩৫ জনকে দেওয়া হবে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃত্তি। তাঁদের মধ্যে কারও চোখে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন। কেউ বুক বেঁধেছেন তথ্যপ্রযুক্তিতে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার আশায়। কেউ হতে চান প্রকৌশলী, কেউ বা শিক্ষকতার মহান ব্রত গ্রহণে আগ্রহী। প্রতিকূলতা পেরিয়ে চলা এমন ২৯৩ জন অদম্য মেধাবীকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে এ পর্যন্ত।

প্রথম আলো তার যাত্রার শুরু থেকেই দেশের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতে তাদের কৃতিত্বের সংবর্ধনাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় কৃতী শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। ওই বছর সিরডাপ মিলনায়তনে এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেখানে অনেক শিক্ষার্থী ছিল, যারা দারিদ্র্যের বাধা অতিক্রম করে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। আলাদাভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল তাদের। *প্রথম আলোর* নিজস্ব তহবিল থেকে সেবার বেশ কয়েকজন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া হয়। এদের মধ্যে একজন ছিল যশোর শিক্ষা বোর্ডে সম্মিলিত মেধাতালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকারী কৃষক পরিবারের সন্তান আশিকুর রহমান।

এর পর ২০০৬ সাল থেকেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত যে শিক্ষার্থীরা জীবিকার সংগ্রামের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রেখে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল, *প্রথম আলোর* সাংবাদিকেরা তাদের জীবনের গল্প নিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন। *প্রথম আলো* তাদের বলেছে 'অদম্য মেধাবী'।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

২০১১ সালের অদম্য মেধাবীদের সংবর্ধনা ● ফাইল ছবি

অদম্য মেধাবীরা আসছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যেমন—নীলফামারীর সৈয়দপুর কাজীহাট মহল্লার মাসুদ রানা এন্ট্রয়ডারি কারখানায় কাজ করে সৈয়দপুর পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে ২০১২ সালের এসএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ভেলুয়াপাড়া গ্রামের পিতৃহীন হালিমা আক্তার সহায়তা করত তার গৃহপরিচারিকা মায়ের কাজে। এস এ নূর উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে সে। মৌলভীবাজারের জেরিন চা-বাগান বস্তির উমান আলীও বাবার সঙ্গে যেত চা-বাগানে শ্রমিকের কাজে। বিষামণি উচ্চবিদ্যালয় থেকে মানবিক বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে উমান আলী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের উজানচর কে এন উচ্চবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া হাজেরা খাতুন নিজে ছাত্র পড়িয়ে পড়ার খরচ জোগাড় করেছে। কাঠমিস্ত্রি বাবার যোগালি হিসেবে কাজ করেছে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার শিমুল হোসেন।

প্রথম আলোয় ছাপা হতে থাকা শিক্ষার জন্য এমন অদম্য মনোবল নিয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করে সফল হওয়া শিক্ষার্থীদের কাহিনি সমাজের অনেককেই সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। *প্রথম আলোও* ভেবেছে, শুধু সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়েই কি তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? না, এসব অদম্য মেধাবীর শিক্ষা অব্যাহত রাখতে বাস্তব সহায়তা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এই ভাবনা থেকেই আসে অদম্য মেধাবীদের শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ।

সেই ভাবনা থেকেই প্রথম আলো ট্রাস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৭ সালে চালু করে অদম্য মেধাবীদের শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া। ওই বছরের ২১ জন অদম্য মেধাবীকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এসব অদম্য মেধাবীর শিক্ষা চালিয়ে যেতে সহায়তা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রথম পর্যায়ে *প্রথম আলোর* নিজস্ব তহবিল, ট্রান্সকম গ্রুপ, সামিট গ্রুপ, আমেরিকান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা দেয়। ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা অনেকেই নাম প্রকাশ করতে চাননি। ২০০৯ সাল থেকে এসব অদম্য মেধাবীকে ঢাকায় *প্রথম আলোর* কার্যালয়ের সিএ ভবন মিলনায়তনে সংবর্ধনা ও শিক্ষাবৃত্তি দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়।

অদম্য মেধাবীদের সঙ্গে তাদের কারও অভিভাবক, কারও বা শিক্ষক এসেছিলেন সেই সংবর্ধনায়। এসেছিলেন যাঁরা সাহায্য করেছেন, সেই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও ব্যক্তিরা। অত্যন্ত আবেগময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে।

অদম্য মেধাবীরা যখন তাদের কষ্টকর জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন অনেকেই চোখের পানি সামলাতে পারেননি। অতিথিরা অদম্যদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। অদম্যরাও সেই আশ্বাসে নতুন করে জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যেতে সাহস ও শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এর পর থেকে প্রতিবছরই অদম্যদের এমন সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ব্র্যাক ব্যাংক সংযুক্ত হয়েছে অদম্য মেধাবীদের শিক্ষাবৃত্তি দেওয়ার আর্থিক দায়িত্ব নিয়ে।

অতি দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য *প্রথম আলোর* এই শিক্ষাবৃত্তি শুধু অদম্য মেধাবীদেরই অনুপ্রাণিত করেনি, দেশে একটি অনন্য দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছে। এই ধারা অনুসরণ করে আজ বিভিন্ন আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর সারা দেশে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রবর্তন করছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখছে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড। এ ছাড়া এক্সিম ব্যাংক, যমুনা ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে আসছে।

প্রথম দিকে শুধু এইচএসসি পর্যায়ের অদম্য মেধাবীদের শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হতো। পর্যায়ক্রমে অদম্য মেধাবীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির আওতা আরও বেড়েছে। ২০১০ সাল থেকে স্নাতক পর্যায়েও শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ব্র্যাক ব্যাংক-প্রথম আলো ট্রাস্টের ২০১০ সালে এইচএসসি পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তি পাওয়া ৫০ অদম্য মেধাবীর মধ্যে যে ৩৫ জন ২০১২ সালে এইচএসসিতেও জিপিএ-৫ পেয়েছেন, তাঁদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে এ বছর। ব্র্যাক ব্যাংক ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিক্ষাবৃত্তি দেওয়ার এই উদ্যোগে অংশ নিয়েছে।

প্রথম আলো ট্রাস্ট কাজ করছে এসিড-সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত নারী, মাদকাসক্ত যুব সমাজ, অর্থকষ্টে জর্জরিত অদম্য মেধাবীদের নিয়ে। অংশ নিচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণতৎপরতায়। জীবনের বন্ধুর পথের যাত্রীরা আজ আসবে *প্রথম আলোয়*। বেলা ১১টায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে তারা জানবে, প্রতিবন্ধকতা যত কঠিনই হোক, তাদের এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো অনেকেই আছে এখনো আমাদের সমাজে।